যুগান্তর

তারিখ 19 AUG 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

উল্লাপাড়া শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি

উল্লাপাড়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের স্বাক্ষরিত এক অভিযোগে জানা গেছে, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উল্লাপাড়া উপজেলার ১৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেরামত ও উন্নয়ন এবং ২৭৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পিইডিপি-৩ এর অধিনে স্লিপ প্রকল্পে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত টাকা থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কমিশন আদায় করেন প্রায় ১২ লাখ টাকা। এছাড়াও সরকারি ভ্যাট দেয়ার কথা বলে প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে ৩ হাজার করে টাকা কর্তন করেন। অথচ প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরকারি ভ্যাট দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৬৫০ টাকা। এখান থেকে মোটা অংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম, নানাভাবে শিক্ষকদের হয়রানি করে অর্থ আদায়, ৫ম শ্রেণীর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফি'র অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ করেন শিক্ষকরা। উপজেলা শিক্ষা অফিসের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ওই দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর ফিরোজের সঙ্গে কথা বললে, তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। বরং অভিযোগকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তিনি নানা অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, ভ্যাটের জন্য নেয়া অতিরিক্ত টাকা বিদ্যালয়ের ফেরত দেয়া হচ্ছে। তার অভিযোগ শিক্ষক নেতারা ওই টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করতে চেয়েছিল। সেটা করতে না দেয়ায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিকে অভিযোগকারীদের একজন রাজমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কেএম রফিকুল ইসলাম টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অভিযোগ মিথ্যা বলে জানান। তিনি বলেন, তাদের অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্ত করলেই ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উপজেলার ২০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন